প্রথম আলো

তারিখ 5 APR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

তথ্যপ্রযুক্তি ■ মুনির হাসান

আগে চাই সব শিক্ষকের জন্য ল্যাপটপ

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। বলা বাহুল্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করতে হলে আমাদের চলতি শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। এটি একটি চলমান ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রম, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষকদের মানোন্নয়ন—সবই প্রয়োজন একটি মানসম্মত শিক্ষার জন্য। শিক্ষা উপকরণের সহজলভ্যতার মাধ্যমে শিক্ষার একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করা যায়।

আজকের বৈশ্বিক যোগাযোগের যুগে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট তথা তথ্যপ্রযুক্তি একজন শিক্ষার্থীকে নানাভাবে এগিয়ে যাওয়ার রসদ জোগায়। গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরস্পরের মধ্যে তথ্যবিনিময়ের জন্য এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার দরকার। বছর কয়েক আগে, জেনেভা এবং পরে তিউনিশিয়ায় বিশ্ব নেতৃত্বের তথ্য সম্মেলনে তাই 'সব শিশুর জন্য ল্যাপটপ' শিরোনামে একটি কর্মসূচি চালু হয়েছিল। সেই কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে কয়েকটি দেশে। তবে আমাদের মতো দেশে যেখানে অর্থ একটি বড় সংকট আর রয়েছে অবকাঠামোর সমস্যা, সেখানে এ প্রকল্প হয়তো এখনই শুরু করা সম্ভব নয়।

এ কথা এখন স্বীকৃত যে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটিমাত্র কম্পিউটার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশের আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। বিগত দিনগুলোতে আমাদের দেশে আমরা 'কম্পিউটার শিক্ষা' নিয়ে যতটা ভেবেছি, শিক্ষার হাতিয়ার হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে ততটা ভাবিনি। অথচ কম্পিউটার শিক্ষার পরিবর্তে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়টিতেই আমাদের জোর দেওয়া দরকার অনেক বেশি। যেসব স্কুল-কলেজে সরকারিভাবে কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে, সেখানে সেগুলো ব্যবহার করা হয় কম্পিউটারে টাইপ করা বা হিসাব শেখানোর কাজে। অথচ এ কম্পিউটারগুলো ব্যবহৃত হতে পারত বিজ্ঞান, গণিত কিংবা ইতিহাস শেখানোর কাজে।

সদ্যসমাপ্ত ডিজিটাল এক্সপোর একটি গোলটেবিল আলোচনায় মূল প্রবন্ধে আমি তাই প্রস্তাব করেছি 'আমাদের দেশের সব স্কুল-কলেজ শিক্ষককে একটি করে ল্যাপটপ কম্পিউটার দেওয়ার জন্য। সেটি তাঁরা ব্যবহার করবেন শিক্ষা উপকরণ হিসেবে। গণিতের শিক্ষক সেটি ব্যবহার করবেন নতুন বিষয় জানার জন্য। পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক সেটি দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরমাণুর মডেল দেখাবেন। পাশাপাশি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের সব শিক্ষক, দেশের শিক্ষকদের এক বড় নেটওয়ার্কে যুক্ত হবেন।

দেশের সব শিক্ষককে ল্যাপটপ দেওয়ার এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপের ছোট্ট দেশ পর্তুগালের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। বিশ্বের শীর্ষ প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেলের একটি কম দামি, কিন্তু উন্নত ল্যাপটপ রয়েছে, যেটিকে বলা হয় ক্লাসমেট পিসি। পর্তুগাল সরকার তাদের সব শিক্ষার্থীর জন্য (পর্তুগালের জনসংখ্যা কম) ল্যাপটপের ধারণাটি গ্রহণ করে দেশের বাইরে থেকে কম্পিউটার কিনে আনার পরিবর্তে সেটি তারা নিজেরা বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ইন্টেলের সহযোগিতায় পর্তুগালে গড়ে ওঠে ক্লাসমেট পিসি বানানোর কারখানা। ফলে পর্তুগাল একদিকে কম দামে নিজেদের ল্যাপটপ তো পাচ্ছে, একই সঙ্গে তাদের গড়ে উঠেছে একটি সমৃদ্ধ হার্ডওয়্যার শিল্প। বাংলাদেশে ইন্টেলের কর্মকর্তা জিয়া মনজুর আমাকে জানিয়েছেন, পর্তুগাল এখন আশপাশের দেশের জন্য ক্লাসমেট কম্পিউটার বানানোর অর্ডারও পাচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশও অনুরূপ একটি উদ্যোগ নিতে পারে। আগামী অর্থবছরে মাত্র ৪০০ কোটি টাকা এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া যায়। এর মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা দিয়ে এক লাখ শিক্ষককে ল্যাপটপ দেওয়া হবে বাজার মূল্যে। আর বাকি ১০০ কোটি টাকা ব্যবহার করা হবে ল্যাপটপ কারখানা গড়ে তোলার কাজে। পরবর্তী বছর থেকে শিক্ষকদের জন্য ল্যাপটপ ওই কারখানা থেকে উৎপাদিত হবে।

অনেকের ধারণা, এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে কম্পিউটারের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বিশাল প্রশিক্ষক বাহিনী লাগবে। কিন্তু আমি বলব, যেহেতু শিক্ষকেরা ওই ল্যাপটপে তথাকথিত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এক্সেল ব্যবহার করতে যাবেন না, সেহেতু তাঁদের ব্যাপকভাবে তথাকথিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণও দিতে হবে না। প্রতিটি ল্যাপটপের সঙ্গে বাংলা ভাষায় ব্যবহার নির্দেশিকা দেওয়া থাকবে, যাতে ইন্টারনেটসহ সিডি, মাল্টিমিডিয়া চালানোর পদ্ধতি উল্লেখ থাকবে। সরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা হবে একটি 'হেল্প ডেস্ক', যেখানে শিক্ষকেরা ফোন করে সহায়তা পাবেন।

আমরা জানি, যখন শিক্ষকেরা তাঁদের এই ল্যাপটপ শিক্ষার কাজে ব্যবহার করবেন, তখন স্থানীয় কমিউনিটি এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে আরও কম্পিউটার দেওয়া শুরু করবে। প্রথম ২০ হাজার স্কুলের প্রতিটিতে ইন্টারনেটসহ একটি করে ল্যাপটপ কম্পিউটার মাত্র এক বছরের মধ্যেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

আর সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির নানা মিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষার রসদ তৈরি করার কাজে। শুরুর দিকে শিক্ষকেরা বিশ্বখ্যাত এমআইটির মুক্ত শিক্ষাসম্পদসহ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রসদ ব্যবহার করতে পারবেন। অচিরেই সেই সম্পদে যোগ হবে বাংলা ভাষার শিক্ষা উপকরণ।

কেবল এভাবে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মৌল ভিত্তি শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

● মুনির হাসান : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।